২৪ জুলাই, ২০২৫

পবিত্র জুমার দিনের নানান ফজিলত আত্মশুদ্ধির বার্তা ও জীবনধারায় প্রভাব



সংগৃহীত ছবি

জুমার দিন ইসলামে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে গণ্য হয়। এ দিনটি শুধু একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মুসলিম জীবনে আত্মশুদ্ধি, দোয়া কবুলের বিশেষ সুযোগ এবং সামাজিক ঐক্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এর প্রভাব ব্যক্তিগত আচরণ, পরিশুদ্ধতা ও জীবনধারায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

ইসলাম ধর্মে জুমার দিনকে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জুমা হলো সপ্তাহের সেরা দিন। এই দিনেই হজরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় ও বের করা হয়।"

এদিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—জুমার নামাজ ও খুতবা। ঈমানের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করলে এক সপ্তাহের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এ ছাড়াও জুমার দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যখন বান্দার দোয়া কবুল হয়। অনেক আলেম বলেন, এই সময় আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হতে পারে।

জীবনধারায় এই দিনের গুরুত্ব বহুমাত্রিক। এটি সপ্তাহের এক আত্মশুদ্ধির মুহূর্ত, যেখানে একজন মুসলিম নিজেকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে। পরিপাটি হয়ে নামাজে যাওয়া, আতর ব্যবহার, দাঁত মাজা, সুন্দর পোশাক পরা—এসব কেবল ধর্মীয় নয়, স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার চর্চাও।

এদিন পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নেরও একটি বড় সুযোগ। মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়া সমাজে ঐক্যের বার্তা দেয়।

অতএব, জুমার দিনকে কেবল একটি রুটিন নামাজের দিন হিসেবে না দেখে, আত্মশুদ্ধি ও উন্নত জীবনধারার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।